যায়যায়দিন

তারিখ 11 JAN 2010
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

উত্তরপত্র মূল্যায়নে অনিয়মের অভিযোগ

চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড অফিসে গোপনীয় শাখায় উৎকোচের বিনিময়ে অযোগ্য পরীক্ষক উত্তরপত্র মূল্যায়নের সুযোগ পাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। একই সঙ্গে পরীক্ষকের একাডেমিক ক্যারিয়ার ও অভিজ্ঞতার অজুহাতে তালিকাভুক্ত পরীক্ষকদের বাদ দিয়ে স্বল্প কয়েকজন পরীক্ষককে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয় পরীক্ষকের জন্য বরাদ্দ অর্থ লুটপাট করার জন্য। ফলে প্রতি বছর ভুলে ভরা থাকে এ বোর্ডের উত্তরপত্র মূল্যায়ন। এ প্রেক্ষাপটে বুধবার একটি প্রজ্ঞাপনে নির্বাচিত পরীক্ষকদের উত্তরপত্র মূল্যায়নের বাধ্যবাধকতা জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু গোপনীয় শাখার গোপন মূল্যায়ন সৎ ও নিরপেক্ষ না হলে এ প্রজ্ঞাপন বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বলে মনে করছেন উত্তরপত্র মূল্যায়ন থেকে বঞ্চিত পরীক্ষকরা।

বঞ্চিত পরীক্ষকদের অভিযোগ থেকে জানা গেছে, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের গোপনীয় শাখার প্রধান সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আলী আকবর যেসব শিক্ষককে সিনিয়র ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মনে করে পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন, তাদের এক তৃতীয়াংশ উত্তরপত্র মূল্যায়নে আগ্রহ দেখান না। এমনকি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজেদের অপারগতার কথাও জানান না বোর্ড অফিসে। ফলে পর্যাপ্ত পরীক্ষক তালিকাভুক্ত থাকলেও স্বল্প পরীক্ষককে দিয়ে এ শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়। রেজাল্ট শেষে এ শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার পুনঃপরীক্ষণের জন্য বেশি আবেদন জমা পড়ে।

জানা গেছে, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের আওতায় ৯১৭টি বিদ্যালয়ে ২৪টি বিষয়ের উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য তালিকাভুক্ত পরীক্ষক রয়েছেন আট হাজারের কাছাকাছি। কিন্তু ২০০৯ সালের এসএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের গোপনীয় শাখা থেকে প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ দিয়েছিলেন ১০৭ ও পরীক্ষক নিয়োগ দিয়েছিলেন ১ হাজার ৮৫২ জনকে। একই বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় ১০ হাজারের বেশি পরীক্ষক তালিকাভুক্ত থাকলেও প্রধান পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন ৯১ জন ও পরীক্ষক ১ হাজার ২২১ জন। বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, তাদের মধ্য থেকে এসএসসি পরীক্ষায় ১০ থেকে ১৫ ভাগ ও এইচএসসি পরীক্ষায় ২০ থেকে ২৫ ভাগ পরীক্ষকরা উত্তরপত্র মূল্যায়ন থেকে বিরত থেকেছিলেন।

সূত্র জানায়, একজন পরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কতগুলো মানদণ্ড বিচার করা হয়। যেমন শিক্ষকের একাডেমিক ক্যারিয়ারে প্রথম বিভাগ হলে ১০, দ্বিতীয় বিভাগ হলে ৮ ও তৃতীয় বিভাগ হলে ৬। চাকরিতে প্রতি বছরের জন্য ১ হিসেবে স্কোর যোগ হয়। দেখা গেছে এ মানদণ্ডে নগরীর সরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকরাই পড়েন। তারা ছাত্র পড়ানোর চেয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়ন লাভজনক মনে না করায় এ কাজে উৎসাহী হন না। চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এসএসসি পরীক্ষার ১০০ নম্বরের উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য ১৫ টাকা ও ৫০ নম্বর উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য ১২ টাকা পান পরীক্ষকরা। এইচএসসি পরীক্ষার ১০০ নম্বরের উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য পান ১৮ টাকা। নিয়ম অনুযায়ী মানদণ্ডে যোগ্য পরীক্ষকরা উত্তরপত্র মূল্যায়নে আগ্রহ না দেখালে নিচের তালিকাভুক্ত পরীক্ষকদের দিয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়নের নিয়ম রয়েছে। কিন্তু তা না করে গোপনীয় শাখার কয়েকজন কর্মকর্তা স্বল্প কয়েকজন পরীক্ষককে ২০০-এর বেশি উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য উত্তরপত্র দেন। এজন্য পরীক্ষকরা শাখার কর্মকর্তাদের উৎকোচ প্রদান করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া পরীক্ষকদের জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক ও যাতায়াত ভাতা কিছু অংশ শাখার লোকজনদের পকেটে যায়।

চট্টগ্রাম
শিক্ষা বোর্ড

এর ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষায় ১০ হাজার উত্তরপত্র ও এইচএসসি পরীক্ষায় ৭ হাজার ৪৯৯ উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষা করতে হয়েছে।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আবু তাহের বলেন, সব পরীক্ষকেরই সুযোগ থাকা উচিত। যোগ্যতার মানদণ্ডে শিথিলতা প্রয়োজন। গত বছরের রেকর্ড দেখে যারা অনাগ্রহী তাদের লিস্ট থেকে বাদ দেয়ার সুপারিশ করেন তিনি। সদিচ্ছা না থাকলে প্রজ্ঞাপন জারিতে কিছু হবে না বলে জানান তিনি। উৎকোচ নেয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে গোপনীয় শাখার প্রধান সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আলী আকবর বলেন, আমি নিয়ম মেনেই চলি। নিয়মের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।